সংবাদ।

তারিখ ৬/৯/৮১
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষক সমিতির তিন দফা দাবী পেশ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি সরকারের কাছে তিনদফা দাবীনামা পেশ করে আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই দাবীনামা মেনে নেয়ার আহ্বান জানিয়েছে। এর অন্যথা হলে দেশের ৮,৭৯২টি বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের লক্ষাধিক শিক্ষক-কর্মচারী বৃহত্তর আন্দোলনের সূচনা করতে বাধ্য হবে।

গত শুক্রবার বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি জনাব কামরুজ্জামান একথা বলেন। বৃহত্তর আন্দোলন বলতে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন এর জবাবে জনাব কামরুজ্জামান বলেন, শুধু অনির্দিষ্টকালের জন্যে ধর্মঘটই নয়, ঘেরাও ও অবস্থান ধর্মঘটের কর্মসূচীও আমরা গ্রহণ করতে পারি। তবে আমরা আশা করব দেশের ছাত্র সমাজের কল্যাণ তথা জাতির বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভেবে শিক্ষাঙ্গনে কোন অচলাবস্থা সৃষ্টির আগেই সরকারের শুভ বুদ্ধির উদয় হবে। তিনি আরো বলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এ দাবীনামা মানা না হলে আগামী ১৬ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী হেনা দাশ, সাংগঠনিক সম্পাদক আবু হামেদ শাহাবুদ্দিন, প্রচার সম্পাদক আবদুর রহমান প্রমুখ।

জনাব কামরুজ্জামান বলেন গত ১লা জুন সরকার ঘোষিত বেসরকারী মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতনের স্কেল আমাদের গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এটা নীতি-বহির্ভূতভাবে করা হয়েছে, আর এর মধ্যে বহু অসঙ্গতি রয়ে গেছে। তিনি বলেন, সবচেয়ে বড় কথা যে তথাকথিত শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক এ বেতন স্কেল করা হয়েছে—তারা শিক্ষকদের প্রকৃত প্রতিনিধি নয়। সরকার প্রথম থেকেই মাধ্যমিক শিক্ষকদের ঐতিহ্যবাহী সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সাথে কোন আলোচনা সুকৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষক সমিতির দাবীনামার মধ্যে রয়েছে: (১) অবিলম্বে সমিতির প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে নতুন বেতন স্কেল এবং সরকারী অর্থ মঞ্জুরি নীতি গ্রহণ ও সমস্ত অন্যায়-অবিচার বন্ধ করতে হবে; (২) ক) জাতীয় বেতন স্কেলে শিক্ষকদেরকে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভের অধিকার দিতে হবে। সর্বস্তরের শিক্ষকদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও পদ অনুযায়ী অভিন্ন জাতীয় বেতন স্কেল প্রণয়ন করতে হবে; খ) বর্তমানে চাকরি বিধিতে লিপিবদ্ধ শিক্ষকদের ক্যাটাগরি বাতিল করে নতুনভাবে বিন্যাস করতে হবে; গ) প্রত্যেকটি পদের জন্য নিম্নতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন স্কেল নির্ধারণ করতে হবে; ঘ) অভিজ্ঞতা ও অতিরিক্ত যোগ্যতা অনুযায়ী অগ্রিম ইনক্রিমেন্ট যোগ করে প্রারম্ভিক বেতনের হার স্থির করতে হবে এবং পদোন্নতির নীতি নির্ধারণ করতে হবে; (ঙ) মূল বেতনের সাথে মে[illegible]ল, বাড়ী ভাড়া, পেনশন ভাতাসহ সমস্ত ভাতার হার নির্ধারণ করে দিতে হবে; চ) শিক্ষা অবৈতনিক না হওয়া পর্যন্ত ছাত্র বেতন ও অন্যান্য ফিসের হার বেঁধে দিতে হবে, এবং ছাত্র বেতনের আয়ের শতকরা ৭৫ ভাগ হিসেব করে জাতীয় বেতন স্কেল ও অন্যান্য ভাতার পূর্ণ ঘাটতি গ্র্যান্ট সরকারকে দিতে হবে অর্থাৎ সরকারকেই বেতন স্কেলের বাস্তবায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে; ছ) স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সকল স্কুলের সকল শিক্ষক ও কর্মচারীর জন্য বেতন স্কেল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করতে হবে, (৩) ক) অগণতান্ত্রিক ও শিক্ষক স্বার্থবিরোধী চাকরি বিধি বাতিল করতে হবে এবং সমিতির প্রতিনিধিদের মতামত নিয়ে নতুন চাকরি বিধি প্রণয়ন করতে হবে, খ) পেনশন গ্র্যান্ট ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ড মঞ্জুরি দিতে হবে, গ) শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য তিন মাসের স্বল্পমেয়াদী কোর্স চালু করতে হবে।

এক প্রশ্নের জবাবে জনাব কামরুজ্জামান বলেন, আমাদের মূল দাবী হচ্ছে সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারের দায়িত্বে গ্রহণ ও কুদরত-ই-খুদা কমিশনের রিপোর্টের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন।

উল্লেখ্য, শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে গতকাল শুক্রবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমানের অনুপস্থিতিতে তার সচিবালয়ে দাবীনামাসহ একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে।